বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে ভর্তির নিয়মাবলি

বাংলাদেশের নিম্নের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির নিয়মাবলি গত বছর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি থেকে সংকলন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত নিয়মকানুনসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করতে পারে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে শিক্ষাবর্ষসমূহ এ বছরের (২০১১-১২) সাথে সমন্বয় করে সংকলন করা হয়েছে। অন্যান্য যে কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তির নিয়মকানুনসমূহ জানার জন্য omeca Office -এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)

■ **ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা (শিক্ষাবর্ষ ২০১২-১৩) ঃ**

(ক) প্রার্থীকে অবশ্যই ২০১২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

(খ) ২০০৯ বা ২০১০ সালের মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

(গ) ২০০৯ সালের মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় এবং ২০১১ সালে উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় সংশোধিত ফলাফল ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

(ঘ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে গ্রেড পদ্ধতিতে ৫ -এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ- ৪.০ পেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/দাখিল/সমমানের পরীক্ষায় পাশ অথবা বিদেশী শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।

(ঙ) প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন প্রতিটিতে জি.পি. ৫.০ পেতে হবে এবং ইংরেজিতে নূন্যতম জি.পি ৪.০ পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক/আলিম/সমমানের পরীক্ষায় পাশ অথবা বিদেশী শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় পাশ হতে হবে।

(চ) সর্বাধিক ৮০০০ জন প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে।

■ **ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ঃ**

(ছ) ২০১১ সালের নভেম্বর বা তার পরে "A" লেভেল ও ২০০৮ এর নভেম্বর বা তার পরে GCE "O" লেভেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে।

(জ) GCE "O" লেভেল এবং "A" লেভেল পাশ করা প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য GCE "O" লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজিসহ) গড়ে B গ্রেড এবং GCE "A" লেভেল পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত এই তিন বিষয়ের প্রতিটিতে "A" গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।

(ঝ) ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে সব উপজাতীয় প্রার্থী ও ন্যূনতম সমমান গ্রেড প্রাপ্ত বিদেশী শিক্ষা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

■ **ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম, বিষয়, ধরন, সময় ও নম্বর ঃ**

ভর্তি পরীক্ষা ২টি মডিউল -এ অনুষ্ঠিত হয় যা মডিউল A ও মডিউল B হিসেবে পরিচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের জন্য শুধুমাত্র মডিউল A এবং স্থাপত্য বিভাগের জন্য মডিউল A ও B প্রযোজ্য।

বিভাগ	মডিউল	বিষয়	প্রশ্নের ধরন	মোট প্রশ্ন		পরীক্ষার সময়	মডিউলের মোট নম্বর
				Written	M.C.Q.		
ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ	A	গণিত পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন ইংরেজি	৫০ % Written ও ৫০ % M.C.Q.	৩০টি	১২০টি	৩ঘণ্টা	৬০০
স্থাপত্য	B	মুক্তহস্ত অংকন	অংকন	০৫টি		২ঘণ্টা	৪০০

প্রত্যেকটি মডিউল -এর পরীক্ষা পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক মডিউল -এর M.C.Q অংশ আগে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময় এর ৫০% Written- এর জন্য এবং ৫০% M.C.Q.-এর জন্য বরাদ্দ থাকে। প্রতিটি Written প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর ও M.C.Q প্রশ্নের জন্য ০৫ নম্বর থাকে। প্রতি ০৪টি M.C.Q ভুল উত্তরের জন্য ০১টি শুদ্ধ উত্তরের সমান নম্বর কাটা হয়। মুক্তহস্ত অংকনে কোন M.C.Q প্রশ্ন থাকে না।

■ **বিভাগ ও আসন সংখ্যা ঃ**

Arch.	EEE	CSE	ME	Che.E	CE	IPE	MME	NAME	WRE	URP
৫৫	১৯৫	১২০	১৮০	৬০	১৯৫	৩০	৫০	৫৫	৩০	৩০

মোট আসন সংখ্যা ঃ ১০০০ টি (সংরক্ষিত আসনসহ)।

■ **ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশঃ** গত বছর আবেদনকৃত মোট ৭৮৯৫ টি আবেদনপত্র হতে বাছাইকৃত মোট ৭৮৪৬ জন (ক গ্রুপ: ৬৫৪৬ এবং খ গ্রুপ: ১৩০০) যোগ্য প্রার্থীদের নাম সম্বলিত এক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল।

■ **ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ** কেবলমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য মেধা তালিকা তৈরি করা হয়ে থাকে। গত বছর ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ৯৪৩ জনের মেধা তালিকা এবং প্রায় ৫৫৭ জনের একটি অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। স্থাপত্য বিভাগে গত বছরে ৫৫ জনের মেধা তালিকা এবং প্রায় ৯৫ জনের একটি অপেক্ষমান তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল।

■ **সংরক্ষিত আসন ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য (সর্বমোট ০৪টি আসন)।

■ **গত বছর ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঃ** ১৫ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

■ **গত বছর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ঃ** ২৮ অক্টোবর, ২০১১ ইং।

■ **ওয়েবসাইট ঃ** www.buet.ac.bd

খুলনা / চট্টগ্রাম / রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা (শিক্ষাবর্ষ ২০১২-১৩) ঃ

বাংলাদেশের নাগরিক এবং যে সকল ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তাদের জন্য খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নিম্নে ছক আকারে দেওয়া হল ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	S.S.C./সমমান	H.S.C./সমমান	
	কমপক্ষে জিপিএ (স্কেল-৫)	গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন (কমপক্ষে মোট জি.পি)	গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নে প্রত্যেকটিতে আলাদাভাবে কমপক্ষে যে জি.পি পেতে হবে
খুলনা	৪.০০	১৭.০০ (ইংরেজি সহ ও উচ্চ মাধ্যমিক ২০১২)	৩.৫০ (ইংরেজি ৩.০০)
চট্টগ্রাম	৪.০০	১৩.০০ (ইংরেজি ব্যতিত ও উচ্চ মাধ্যমিক ২০১২)	'বি' গ্রেড (জি.পি ৩.০০) ইংরেজিসহ
রাজশাহী	৪.০০ ২০০৯/২০১০	১৭.৫০ (ইংরেজি সহ ও উচ্চ মাধ্যমিক ২০১২)	৪.০০ (ইংরেজি ৩.৫০)

■ **ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ন্যূনতম যোগ্যতা
খুলনা	২০১১ সালের নভেম্বরের পরে 'A' লেভেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে। GCE 'O' লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫টি পেপারে পাশ হতে হবে এবং প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে B গ্রেড পেতে হবে। GCE 'A' লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে পৃথক পৃথকভাবে কমপক্ষে B গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।
চট্টগ্রাম	২০১২ সালের 'A' লেভেল সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে। GCE 'O' লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫টি পেপারে গড়ে B গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে এবং GCE 'A' লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে B গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।
রাজশাহী	GCE 'O' লেভেল পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫টি বিষয়ে B গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে এবং নভেম্বর ২০১১ সালের পরে GCE 'A' লেভেল পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিতে কমপক্ষে B গ্রেড পেয়ে পাশ হতে হবে।

■ **ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম, বিষয়, ধরন, নম্বর ও সময় ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ধরন	বিষয় ও নম্বর	মোট নম্বর	নির্ধারিত সময়
খুলনা	M.C.Q	গণিত (১৫০), পদার্থ (১৫০), রসায়ন (১৫০), ইংরেজি (৫০)	৫০০	২ ঘণ্টা ৩০ মিঃ
চট্টগ্রাম	M.C.Q	গণিত (১৫০), পদার্থ (১৫০), রসায়ন (১৫০), ইংরেজি (৫০)	৫০০	৩ ঘণ্টা ৩০ মিঃ
রাজশাহী	৫০% লিখিত ও ৫০% M.C.Q.	গণিত (২০০), পদার্থ (২০০), রসায়ন (২০০), ইংরেজি (১০০)	৭০০	৩ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ

খুলনা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন এই তিন বিষয়ে প্রাপ্ত মোট গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে যথাক্রমে ৫৫০০, ৪৫০০ ও ৩৮০০ জনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। খুলনা ও রাজশাহী প্র.বি.তে ইংরেজি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির জন্য মুক্ত হস্ত অংকন বিষয়ের উপর ৩৫০ নম্বরের পৃথক পরীক্ষা দিতে হবে। M.C.Q পরীক্ষায় প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ২৫% নম্বর কাটা হয়।

■ **বিভাগ ও আসন সংখ্যা ঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বিভাগ	আসন সংখ্যা												সংরক্ষিত আসন	মোট আসন
		CSE	EEE	CE	ME	ECE	ETE	IPE	PSE	URP	ARCH	LE	GCE		
খুলনা	৮টি	৬০	১২০	১২০	১২০	৬০	✕	৬০	✕	৬০	✕	৬০	✕	৫	৬৬৫
চট্টগ্রাম	৭টি	১২০	১৩০	১৩০	১৩০	✕	✕	✕	৩০	৩০	৩০	✕	✕	১১	৬১১
রাজশাহী	৬টি	৬০	১২০	১২০	১২০	✕	৬০	৩০	✕	৩০	✕	✕	৩০	৫	৫৭৫

■ **ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ের পদ্ধতি ঃ** ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত মেধা তালিকা হতে খুলনাতে ৬৬৫, চট্টগ্রামে ৬১১ এবং রাজশাহীতে ৫৭৫ জনকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। এছাড়াও অপেক্ষমাণ তালিকা থাকে।

■ **সংরক্ষিত আসন ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য এলাকার উপজাতীয়/আদিবাসী প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভর্তি পরীক্ষার তারিখ	ওয়েবসাইট
খুলনা	২৯ অক্টোবর ২০১১ ইং	www.admission-kuet.ac.bd
চট্টগ্রাম	১৯ নভেম্বর ২০১১ ইং	www.cuet.ac.bd
রাজশাহী	২৬ অক্টোবর ২০১১ ইং	www.ruet.ac.bd